বালাকোট
BALAKOT MEDIA

১৪৩৪ হিঃ

অহিংসবাদ কার ধর্ম?

আবু মুহাম্মাদ আদনান আশ শামী (দাঃ বাঃ)

ইরাক ও শামের ইসলামী রাষ্ট্র

বর্তমানে সকল মুসলিম ভূখন্ডসমূহে প্রায় একই ধরনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, আর তা হলো, আমেরিকা ও পাশ্চাত্য কুফরী শক্তিগুলোর কাছে আনুগত্যকারী মুসলিম দেশগুলোর তাগুত শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সেনাবাহিনীর দ্বারা আপামর মুসলমান জনসাধারণের প্রতি নির্বিচার নির্যাতন ও হত্যাকান্ড। এই নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের পরিধি ও পরিমাণ জায়গাভেদে বিভিন্ন, কিন্তু এর স্বরূপ সম্পূর্ণ একই ধরনের। মুসলিম দেশসমূহের মানুষেরা এই নির্যাতন ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছে।

আজ তাগুত শাসকগোষ্ঠী ও তার সেনাবাহিনীগুলো যে ধরনের অন্যায় করছে এবং হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে সে বিষয়ে অধিকাংশ ইসলামী দল ও সংগঠন নিশ্চুপ! আর যদি কোন সাড়াশব্দ তারা করেও থাকে তবে তা তথাকথিত "শান্তিপূর্ণ মিছিল" বা "অহিংস পদ্ধতিতে সমাধানের আহবান" কিংবা তথাকথিত "নির্বাচনের দাবির" মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকার আজ্ঞাবহ মিশরীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নেতা-কর্মীদের উপর এক নজিরবিহীন গণহত্যা সংগঠিত হয়। এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী দেশগুলো ও ইসলামী নামধারী কিছু কিছু সংগঠনের পক্ষ থেকে বিবৃতি, দাবি পেশ করা হয়।

অনুবাদকৃত এই বিবৃতিটি হলো উক্ত পরিস্থিতে "ইসলামিক স্টেইট অব ইরাক এন্ড শাম" বা "ইরাক ও শামের ইসলামী রাষ্ট্র" এর পক্ষ থেকে দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক বিবৃতি।

এই বিবৃতিটি যে মুজাহিদ শাইখের দেয়া তাঁর একটি কথাই আমি আমার এই কথার মাঝে বলছি, যা হলো,

"এমনকি মুরগীও তার বাচ্চাদের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে! তাহলে কি এই মুরগী মিশর ও ইরাকের এই অহিংসবাদের আহ্বানকারীদের চেয়ে অধিক সাহসী?"

মুসলমানদের মাঝে কিছু গোষ্ঠী যেন আজ তাওহীদের বাণী ও জিহাদের ডাক কি সেটাই ভুলে গেছে এবং এক কুহেলিকার পিছনে দৌঁড়াচ্ছে! এই কুহেলিকা হলো তথাকথিত "অহিংসবাদ বা শান্তিবাদ", আর যারা আজ এর দিকে আহবান করছে তারা আজ মুসলমানদের করুণ ও নির্দয় বাস্তবতাকে অস্বীকার করছে এবং সবকিছুর উপর আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সুন্নাতকে

অস্বীকার করছে। মহান আল্লাহ তাআলা যেন সমগ্র মুসলমান জাতিকে এই ফিত্না থেকে হেফাজত করেন। আমীন।

সম্পাদক

বালাকোট মিডিয়া

সকল প্রশংসা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ রাসূল (সাঃ) এর উপর যিনি তরবারি সহকারে সমগ্র বিশ্বের প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। তারপর, প্রথমেই আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তান হতে। পরম করুণাময় ও অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَۚ وَحَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأۡسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأۡسٗا وَأَشَدُّ تَنكِيلٗا ٨٤

আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন, আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন, শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দিবেন এবং আল্লাহ শক্তিতে সুদৃঢ় ও শাস্তি দানে কঠোর। (সূরা নিসা, আয়াত: ৮৪)

বলতে গেলে এই বার্তাটি আহলে সুন্নাহর অনুরাগীদের জন্য সাধারণভাবে এবং মিশরে আমাদের জনসাধারণের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য; যেন তা তাদেরকে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা প্রত্যেক মুসলমানকে আমাদের সময়ে জিহাদের ফরজিয়্যত সম্পর্কে বুঝাতে যাবো না, আর না আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষকে ঘরে বসে থাকার গুনাহ কিংবা পিছনে পরে থাকার আযাব সম্পর্কে অবহিত করবো, কিংবা জিহাদ ও মুজাহিদীনদের মর্যাদা সম্পর্কে জানাবো; কারণ ফিকহের বইসমূহ এসব বিষয়ে আলোচনায় পূর্ণ। এখন যারা এসব জানতে চায় তাদেরকে ইবনে নুহাসের (রঃ) বইটি (মাশারিইল আশওয়াক ইলা মাশারিউল উশাক ওয়া মুছিরুল ঘারাম ইলা দারুস সালাম) দেয়া যেতে পারে।

যদি বিচ্ছুগুলো ফিরে যায় তবে আমরাও ফিরে যাবো

এবং আমাদের চটিজুতাগুলো এর জন্য তৈরী আছে।

তবে আমাদের বার্তা তো এমনকিছুর ঘোষণা দেয়

যা বহুদিন আলেম ও দায়ীদের দ্বারা গোপন হয়েছে

- অল্প কিছু ব্যতীত - মূলত জেল ও জুলুমের ভয়ে।

প্রথমত:

ব্যাধি ও নিরাময়

আমাদের প্রিয় উম্মাত দ্বাসত্ব ও অপমানের মাঝে বসবাস করছে; আর এর প্রমাণ হচ্ছে আরব বসন্ত নামে পরিচিত যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে তাতে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধের জন্য সংগ্রামরত মানুষদের দেখা গেছে। যেহেতু তাগুতের সেনাবাহিনী মুসলমানদেরকে অপমান ও দ্বাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল যা তাদেরকে মানব রচিত শিরকী জুলুমের আইনের সামনে অবনত রেখেছিল। আর তা যদি এ তিক্ত সত্যের জন্য না হতো তাহলে মানুষ এই জালেমদের বুলেটের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রভাবে নিজেদের বক্ষ উন্মোচন করে দিতো না, যা নিশ্চিত করে যে, তাদের এই আন্দোলন ছিল জুলুমের বন্ধন ছিন্ন করা ও দ্বাসত্বের শিকল চূর্ণ করার জন্য।

প্রতিবেশীর উট এবং তাঁবুতে গাঁথা পেরেক

এ দুই অবনমিত ছাড়া আর কেউ জুলুম মেনে নিতে পারে না;

প্রথমটি সম্পূর্ণরূপে একটি দড়ি দ্বারা আটক,

আর অপরটি শক্তভাবে গাঁথা যার ব্যাপারে কেউ জানে না।

কিন্তু মুসলমানেরা এই বিদ্রোহে পথ হারিয়ে ফেলেছে, তারা মূল ব্যাধিটি কি তা জানে না, আর না তাদেরকে সেই ব্যাধির নিরাময় বা ঔষধের দিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে – অল্প কিছু মুসলমান ব্যতীত (যারা এই বিপথে হারিয়ে যায়নি)। এই (বিশাল অংশের) মুসলমানেরা শাসক পরিবর্তনকেই সমাধানের পথ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তারা ভাবছেন জুলুমের অপসারণ ও নিজেদের আত্মসম্মান ফিরে পাবার পথ হলো শান্তিপূর্ণ মিছিল, কিন্তু আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সময়ের (অপমান ও জুলুমের সময়) ব্যাপারে বলে গেছেন, তিনি এই সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন এবং এর সমাধানও উল্লেখ করেছেন। সহীহ সনদে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

“যদি তোমরা আর্থিক লেনদেনে ব্যস্ত হয়ে পড়ো এবং গরুর লেজের অনুসরণ করো এবং ফল-ফসলাদি নিয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাও এবং জিহাদ পরিত্যাগ করো, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর

লাঞ্ছনা অবতরণ করবেন যা ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নেয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।" (আবু দাঊদ)

এবং আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,
"যারা আল্লাহর রাহে জিহাদ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাদের উপর অপমান অবতরণ করেন, আর আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দুর্ভোগ দান করেন যারা খারাপ কাজে নিমজ্জিত থাকে।" (ইবনে মারদাউয়িহ থেকে বর্ণিত)

আহলে সুন্নাতের মাঝে যারা সংগ্রামে লিপ্ত তাদের জেনে রাখা উচিত যে, শাসকগোষ্ঠী আমাদের মূল সমস্যা নয়, বরং যে সকল শিরকী আইন-কানুন দিয়ে তারা (শাসকগোষ্ঠী) শাসন করছে সেখানেই মূল সমস্যা নিহিত। তাই একের পর এক শাসক পরিবর্তনে কোন পার্থক্য নেই যতক্ষণ না শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে, যেভাবে মুবারক ও বেন আলির মাঝে কোন পার্থক্য নেই, কিংবা মুরসি ও আব্দুল জলিল এবং ঘানুচ্চি এরা সব একই প্রজাতির। শিরকী আইন-কানুন দ্বারা শাসনের অপরাধে এরা সবাই তাগুত, তবে এদের একজনকে হটানোর পর আরেকজনের উদয় হওয়া আজ সত্যিই এক বড় ফিৎনা, আর এখানেই আমাদের ব্যাধির উপস্থিতি লক্ষণীয়। আমাদের এই লাঞ্ছনাময় অবস্থার কারণ হলো, জিহাদ পরিত্যাগ করা এবং দুনিয়া আঁকড়ে থাকা। আমরা যদি জুলুমের অপসারণ ও আত্মসম্মান লাভের পথ পেতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই এই শিরকী মানব রচিত আইন পরিত্যাগ করতে হবে, আর তা করার জন্য জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই।

দ্বিতীয়ত:

সংঘর্ষ অনিবার্য এবং শান্তিপূর্ণ ডাক আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে হবে

আমাদের এটা বুঝে নেয়ার সময় এসেছে যে, অহিংস বা শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ড হকের বিজয় দান করে না, কিংবা বাতিলকে ধ্বংস করে না। সময় এসেছে শান্তির নামে মিথ্যা আশ্বাসের দিকে আহবানকারীর চুপ হয়ে যাবার। কুফরের পক্ষের মানুষেরা কখনোই ঈমান আনয়নকারীদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারে না, আর নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ ঈমান অত্যাচারী ও সশস্ত্র কুফরের সামনে দাঁড়াতে পারে না। আর আমাদের কিতাব এ বিষয়ে ফয়সালা দিয়ে দেয়:

قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

তারা বললো, হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১১৬)

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

পিতা বললো, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি এ থেকে বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবো। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৪৬)

قَالُوٓا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا۟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

তারা বললো, আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তবে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ১৮)

قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

ফেরাউন বললো, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো। (সূরা শুআরা, আয়াত: ২৯)

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

আল্লাহ বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বসবাস করা এবং সেখানে জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রয়েছে। (সূরা আরাফ, আয়াত: ২৪)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾

কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করবো, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালেমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১৩)

۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো যে, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাক-পবিত্র সাজতে চায়। (সূরা নামল, আয়াত: ৫৬)

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

তারা বললো, হে শুআইব! তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসে না, এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার স্বজনবর্গ না থাকতো, তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলতাম। আর আমাদের নিকট তুমি মোটেও শক্তিশালী নও। (সূরা হূদ, আয়াত: ৯১)

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾

আর (সেই সময়টিও স্মরণীয়) যখন কাফেরেরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে, তারাও পরিকল্পনা করতে থাকে এবং আল্লাহও পরিকল্পনা করেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। (সূরা আনফাল, আয়াত: ৩০)

এ ব্যাপারে প্রচুর আয়াত বিদ্যমান। মহাকালব্যাপী এটাই হচ্ছে নবী-রাসূল (আঃ) ও তাঁদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কাফের ও তাগুতদের অবস্থান। আর তা কেয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিতই রয়ে যাবে। কেননা কাফেররা (মুমিনদের সাথে হকের ব্যাপারে) তর্কে কখনো জিততে পারবে না, আর না তারা তাদের কথার সপক্ষে দলিল দেখিয়ে জিততে পারবে। আর তাই তারা বল প্রয়োগের পথ বেছে নেয়। আর মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের এই অবস্থান কখনো পরিবর্তন হবার নয়।

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

তারা আপনাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দিন, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিত্না সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল

বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৭)

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَٰهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨﴾

তাদের অঙ্গীকারের কি মূল্য? অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে, তবে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকেও খেয়াল করবে না এবং অঙ্গীকারেরও না, তারা তোমাদেরকে মুখের কথায় সন্তুষ্ট করতে চায় কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক। (সূরা তাওবা, আয়াত: ৮)

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে প্রস্তরাঘাতে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনোই সাফল্য লাভ করবে না। (সূরা কাহফ, আয়াত: ২০)

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা স্বীয় হাত ও মুখ দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ২)

এই হচ্ছে মুমিনগণ ও দ্বীনের দায়ীদের বিরুদ্ধে কাফেরদের অবস্থানের ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য, যিনি যাবতীয় দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। অতএব, যে আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহর কালাম অনুযায়ী কাজ করে এবং যার চিন্তা শক্তি বিদ্যমান সে বুঝতে পারবে যে, সশস্ত্র কুফর অস্ত্রবিহীনভাবে হক কথা শোনা বা হকের অনুসরণ করার ব্যাপারে সর্বদা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আর তাই আল্লাহর কালাম বা পবিত্র বাণীর সাথে আমাদের আরও যা প্রয়োজন তা হলো, শক্তি ও সামর্থ্য যেগুলো সমন্বিত হয়ে মানুষদের কাছে হক পৌঁছে দেয় এবং হকের অনুসারীদের রক্ষা করে, এবং এমনকি শিকল দ্বারা টেনে মানুষকে জান্নাতের

দিকে নিয়ে যায়, কারণ হক কথা প্রজ্ঞাবানকে জাগিয়ে তুলে ও তার উপকার করে, অপরদিকে অজ্ঞদের জন্য তলোয়ার ও বর্শা হলো তাদের ব্যাধির নিরাময়।

শুধুমাত্র ঐশী বাণী অথবা ধারালো তরবারির ঝলকানী

অহংকারী হবার মন-মানসিকতা দূরীভূত করে

প্রথমটি সকল বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য নিরাময় ও উপদেশবাণী

অপরটি প্রত্যেক অজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাধি নিরাময় করে

যদি নিরস্ত্র ঈমান ও অহিংস শান্তিপূর্ণ কথাবার্তা কুফরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতো, তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অস্ত্র বহন করতেন না, আর না তার উম্মাতকে কখনো (জিহাদের জন্য) কষ্টের সম্মুখীন করতেন, কারণ তিনি তো তাঁর উম্মাতের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন। যদি অহিংস শান্তির বুলি হক প্রতিষ্ঠা কিংবা বাতিল দূরীভূত করতে পারতো তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ফোঁটা রক্তও খরচ করতেন না, কারণ তিনি হচ্ছেন মানবকূলে সবচাইতে জ্ঞানী, আল্লাহভীরু, ধৈর্য্যশীল ও মানুষের প্রতি কৃপাশীল ব্যক্তি।

মোস্তফা (সাঃ) কিছুকাল মক্কায় আহবান করেছিলেন

কিন্তু তিনি (সাঃ) সাড়া পাননি, যদিও তাঁর কথা ছিল অত্যন্ত কোমল ও আকর্ষণীয়

কিন্তু যখন তিনি তলোয়ার হাতে নিয়ে আহ্বান করলেন

তখন ইসলামে প্রবেশ করা, আত্মসমর্পণ করা ও তাওবা করাই যেন অবশ্য করণীয়

আর যে ব্যক্তি দাবি করে যে, কোন প্রকারের যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যতীত শুধুমাত্র অহিংস শান্তিপূর্ণ বুলির দ্বারাই অনাচার অপসারণ, হক প্রতিষ্ঠা ও জুলুম অপসারণ করা সম্ভব, তবে সে নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বেশী জ্ঞানী ও দয়ালু দাবি করলো; সেই সাথে আরও দাবি করলো যে, তার প্রদর্শিত পথ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রদর্শিত পথ অপেক্ষা অধিক সঠিক। আর যে দাবি করে যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে শান্তির বুলির মাধ্যমে, তবে সে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর (সাঃ) সুন্নাতের আদর্শ ছুড়ে ফেললো এবং নিজ খেয়াল-খুশীর পথ বেছে নিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৬)

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা, আয়াত: ৫)

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিত্না (শির্ক) শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম (সমগ্র দুনিয়ায় তাওহীদ) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আনফাল, আয়াত: ৩৯)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়; আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৩)

فَقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন, আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন, শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দিবেন এবং আল্লাহ শক্তিতে সুদৃঢ় ও শাস্তি দানে কঠোর। (সূরা নিসা, আয়াত: ৮৪)

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি প্রদান করবেন। এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১৪)

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

যে সকল আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য দ্বীন (অর্থাৎ, ইসলাম) গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না তারা (অধীনতা স্বীকার করে) নিজ হাতে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়। (সূরা তাওবা, আয়াত: ২৯)

۞ فَلْيُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয় তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে এবং অতঃপর

মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপ্রতিদান দান করবো। (সূরা নিসা, আয়াত: ৭৪)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে, সুতরাং তোমরা শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো, নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (সূরা নিসা, আয়াত: ৭৬)

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٤﴾

অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নাও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে (নিজেই) শাস্তি দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দিবেন না। (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৪)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

“আমি আল্লাহ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, মানবকূলের সাথে লড়াই করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর রাসূল, এবং নামাজ আদায় করে ও যাকাত দেয়।” (সহীহ বুখারী)

তিনি (সাঃ) বলেন,

“কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আমি তরবারি সহকারে প্রেরিত হয়েছি যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা হয় এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা না হয়। আমার বর্শার ছায়ার নীচে আমার রিযিক প্রদান করা হয়েছে।” (ইমাম আহমদ দ্বারা বর্ণিত, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)

তিনি (সাঃ) আরও বলেন,

“সেই সত্তার কসম যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যেন আমি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করি ও মারা যাই, আবার যুদ্ধ করি ও মারা যাই, আবার যুদ্ধ করি ও মারা যাই।” (সহীহ মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরও বলেন,

“যে আল্লাহর রাহে উটনীর দু’বার দুধ দোহন করা পর্যন্ত সময়ব্যাপী লড়াই করে, জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।” (তিরমিযি)

এবং তিনি (সাঃ) বলেছেন,

“একটা কাফের এবং একজন মুসলমান যে তাকে হত্যা করেছে তারা কখনোই জাহান্নামে একত্রিত হবে না।” (সহীহ মুসলিম)

তিনি (সাঃ) বলেন,

“আল্লাহ দু’জনের ব্যাপারে হেসে ফেলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল, কিন্তু উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথমজন আল্লাহর রাহে যুদ্ধরত অবস্থায় অপরজনের দ্বারা হত্যাকৃত হয় (এভাবে সে শহীদ হয় এবং জান্নাতে যায়), অতঃপর আল্লাহ অপরজনের প্রতি করুণা করে তাকে ইসলাম গ্রহণের দিকে পথ দেখান, তখন সে (ঈমান এনে) আল্লাহর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করে (এভাবে সে জান্নাতে যায়)। (সহীহ মুসলিম)

তিনি (সাঃ) বলেন,

“নিশ্চয়ই তরবারির ছায়ার নীচে জান্নাতের দরজাসমূহ অবস্থিত।” (সহীহ মুসলিম)

এবং তিনি (সাঃ) বলেন,

“আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো এবং তার সাথে যুদ্ধ করো যে আল্লাহকে অস্বীকার করে।” (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং এটাই হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং তাঁর প্রেরিত নবী (সাঃ) এর পথনির্দেশনা, এবং এত কিছুর পরও ঐ দরবারী আলেমরা এবং অহিংসবাদী দায়ীরা বেরিয়ে আসছে জিহাদকে থামিয়ে দিতে ও মুজাহিদীনদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে, এই ফিক্‌হ তারা কোত্থেকে নিয়ে এসেছে?! কাফের ও জালেমদের বশ্যতা স্বীকার করে, অবনত হয়ে মাথানত করে, অপদস্থ ও অপমানিত হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবার এই ফিক্‌হ তারা কোত্থেকে জুটালো? অহিংসবাদের এই ফিক্‌হ এর ব্যাপারে তারা কাদেরকে অনুসরণ করছে? কোন ধর্ম থেকে তারা আমাদের জন্যে এই অহিংসবাদ নিয়ে এসেছে? অহিংসবাদ কার ধর্ম??

কখনোই না! সম্মান ফিরিয়ে আনা এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ এবং অবমাননার শিকল ভেঙে দেওয়া শুধুমাত্র তরবারির আঘাত, রক্ত বিলানো, নিজের আত্মাকে উৎসর্গ করে দেয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এটা কখনোই অহিংস শান্তিপূর্ণ কথা কিংবা সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। না! এটা আমাদের নবী (সাঃ) এর দেখানো রাস্তা নয় যিনি বলেছিলেন, “আমি কখনোই কোন অভিযান থেকে পিছিয়ে যেতাম না যদি না তা মুমিনদের জন্যে বেশী কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতো।” (সহীহ মুসলিম) এবং এটা তাঁর (সাঃ) সাহাবাদের (রাঃ) পথ নয় যাদের প্রতি পাঁচ জনে চার জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শহীদ হয়েছেন। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা বলেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে আছেন তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাত্‌হ, আয়াত: ২৯)

আমাদের নবী (সাঃ) এর নির্দেশিত পথই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এবং তিনি (সাঃ) মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশী কোমল ছিলেন এবং মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যে কারণে তাঁর (সাঃ) রব তাঁকে বলেন,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাময়। (সূরা তাওবাহ, আয়াত: ১২৮)

এবং তিনি (সাঃ) কখনোও তাঁর নফসের অনুসরণ করে কথা বলতেন না। সব মানুষের মধ্যকার সবচাইতে দয়ালু, কোমল, জ্ঞানী, ধার্মিক এবং ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিটি তাঁর জাতির লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে,
“আমি তাঁর নামের শপথ করছি যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, হে কুরাইশ! আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি জবাই।” (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

আজকে যদি আমরা অবিচার নির্মূল করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং বাতিলকে ধ্বংস করে আমদের গৌরব-মর্যাদা, গর্ব এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আমাদের মহাপরাক্রমশালী রবের কিতাবের দিকে যার বাণীসমূহ সর্বাধিক সত্য এবং আমাদের নবী (সাঃ) এর নির্দেশিত পথের দিকে যা সর্বোৎকৃষ্ট পথনির্দেশনা এবং তাঁর আদর্শ সাহাবীদের (রাঃ) জীবনীর দিকে। তাহলেই শুধুমাত্র আমরা তাঁদের (রাঃ) মতো হতে পারবো এবং এরপর আমাদের সেই পথই বেছে নিতে হবে যার দ্বারা তাঁরা (রাঃ) মন্দকে অপসারণ করেছিলেন এবং আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই উম্মাতের শেষ অংশের সংশোধন তা দিয়েই হবে যা দিয়ে এর প্রথম অংশের সংশোধন হয়েছিল।

তৃতীয়ত:

সেনাবাহিনীর বিষয়ে সত্য কথন

আমাদেরকে সেই অপ্রিয় সত্য সবার সামনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে হবে যা কোন কোন উলামারা সবসময় গোপন করেছেন এবং আলেমরা যেটির ব্যাপারে নামমাত্র ধারণা দিয়েছেন, যা হলো, তাগুতী নিজামকে রক্ষাকারী সেনাবাহিনীর কুফরী, আর এর মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, বিপ্লবের আগে ও পরে মিশরের সেনাবাহিনী, লিবিয়ার সেনাবাহিনী এবং তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনীর কুফরী। এই যে সিরিয়ার সেনাবাহিনী, এদের কুফরীর বিষয়টি এমনকি একজন বয়স্কা মহিলার কাছেও পরিষ্কার। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَٰطِـِٔينَ ﴿٨﴾

নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (সূরা কাসাস, আয়াত: ৮)

আমাদেরকে এই তিক্ত বিষয়টা প্রকাশ করতেই হবে এবং ঘোষণা করতে হবে যে, মুসলিম ভূমিগুলোর এই তাগুত শাসকের সেনাবাহিনী সাধারণভাবে কাফের ও মুরতাদ গোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত সেনাবাহিনী।

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ

তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হবার পর জীবিত থাকে। (সূরা আনফাল, আয়াত: ৪২)

আজকের এই দিনে এই সেনাবাহিনীগুলোর কুফর এবং এর ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ) নিয়ে সত্য কথা বলা এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সাথে সাথে দ্বীনের আরেকটি ফরয। যার মধ্যে সবার উপরে আছে মিশরের সেনাবাহিনী। আর আমাদের এই বক্তব্য আল্লাহর দ্বীনের সাথে মোটেও সাংঘর্ষিক নয়, বরং তা কোরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত এবং সম্মানিত হক্কানী উলামায়ে কেরামদের বক্তব্যসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। এই কথাগুলো নিশ্চিতরূপে ঐসব লোকদের থেকে নয় যারা বাড়াবাড়ি বা অবৈধ তাকফীর করে আসছিল। আর যারা এখনও এই সেনাবাহিনীগুলোর

পক্ষে তর্ক করে আসছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের উপর তাকফীর করতে নিষেধ করছে এবং এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে নিষেধ করছে তারা যে দ্বীন ইসলামের বাস্তবতায় এবং এই সেনাবাহিনীগুলোর বাস্তবতায় সবচাইতে অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এই মিশরীয় সেনাবাহিনী যা এই সবগুলো সেনাবাহিনীর প্রতিলিপি ও অন্যতম বাহিনী, তা বেপরোয়াভাবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করে যাচ্ছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও মানবরচিত বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই মিশরীয় সেনাবাহিনী এবং মুসলিম ভূখন্ডসমূহের সকল তাগুত শাসকদের সেনাবাহিনীগুলো আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, কারণ মুসলমানেরা তাদের ঈমানের কারণে আজ তাদের রবের শরীয়ত এবং তাদের নবী (সাঃ) এর সুন্নাহ বাস্তবায়নের আহবান করছে। এবং এজন্যে এই সেনাবাহিনীগুলো তাদেরকে মেরে ফেলছে ও বন্দী করে রাখছে। এই মিশরীয় সেনাবাহিনী এবং বাকি সেনাবাহিনীগুলো মুসলমানদের প্রতিরক্ষা করার ও তাদের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য বিষয়াদি দেখাশোনা করার ভূয়া দাবি করে আসছে অথচ তাদেরকে শুধুমাত্র তাগুত শাসকদের রক্ষা করতে এবং তাদের গদিগুলো নিরাপদ রাখার কাজেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এই মিশরীয় সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সেনাবাহিনীগুলোকে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধেই লড়াই করতে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে দেখা যায়। এই মিশরীয় সেনাবাহিনী ঐ সেনাবাহিনীগুলোরই প্রতিলিপি যারা সুদী ব্যাংকসমূহ, পতিতাবৃত্তি ও অনৈতিকতার স্থানসমূহ এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে রক্ষা করে আসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এটা এমন এক সেনাবাহিনী যাদেরকে নামাজ পড়তে নিষেধ করলে তারা তা ছেড়ে দেয়। এটা এমনি এক আগ্রাসী বাহিনী যারা মান-সম্মান হরণ করে এবং মসজিদ ও কোরআন জ্বালিয়ে দেয় এবং আহতদেরকে হত্যা করে এবং মৃতদের শরীর জ্বালিয়ে দেয়। এর পর কোন সুস্থ মুসলমানের পক্ষে কি বলা সম্ভব যে, এদের (তাগুতের সেনাবাহিনী) সাথে জিহাদ করা হারাম? এমনকি যদিও সে তাদেরকে (তাগুতের সেনাবাহিনী) মুসলমান মনে করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) তাতারদের ব্যাপারে তাঁর দেয়া বিখ্যাত ফতোয়াতে বলেছিলেন,

“এই লোকগুলোর থেকে অথবা অন্যান্য লোকদের থেকে যদি কোন একটি দল ইসলামের কোন একটি পরিষ্কার বিধান পালন করা থেকে সরে আসে তবে তাদের সাথে জিহাদ করা বাধ্যতামূলক যতক্ষণ না তারা ঐ বিধানকে মেনে নেয় যদিও তারা শাহাদাহ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে সাক্ষ্য দেয়) দেয় এবং ইসলামের কিছু বিষয় পালনও করে থাকে, যেমন ভাবে আবু বকর সিদ্দিক ও সাহাবাগণ (আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন) তাঁদের সাথে জিহাদ করেছিলেন যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। এবং এই ব্যাপারে ওমর (রাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) এর মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে উলামাগণ এই ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। কারণ সাহাবাগণ (রাঃ) কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন।

এছাড়াও এই বিষয়টি নবী (সাঃ) এর পক্ষ থেকে তাঁর খারেজীদের ব্যাপারে থাকা হাদীস থেকে প্রমাণিত যাদেরকে তিনি সৃষ্টির সর্বোনিকৃষ্ট প্রাণী আখ্যা দিয়ে বলেন,

‘যাদের নামাজ, রোজা ও আমল দেখে তোমাদের নিজেদের নামাজ, রোজা ও আমলকে তুচ্ছ মনে হবে।’ (সহীহ বুখারী)

সুতরাং এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইসলামের সকল বিধি-বিধান এর আনুগত্যের বদলে এর কিছু বিধানের সাথে জুড়ে থাকার ফলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধি রহিত হয়ে যাবে না। সুতরাং, জিহাদ করা বাধ্যতামূলক যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ জীবন বিধান আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং ফিত্না দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং, যখনই সমগ্র জীবন ব্যবস্থা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হবে না তখনই জিহাদ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে।

অতএব, যদি কোন দল বাধ্যতামূলক নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি পালন না করে অথবা, রক্ত বা জান, মাল, মদ, ব্যাভিচার, ঘুষ, বিকৃত বিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিষিদ্ধ হবার বিধি মেনে না চলে, অথবা কাফেরদের সাথে জিহাদ করা, আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া আরোপ করা সহ দ্বীনের যেসকল বাধ্যবাধকতা ও নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করা ও পরিত্যাগ করার ব্যাপারে

কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলোর কোনটি অস্বীকার করে, তবে তারা দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং যে এগুলোর বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। ইসলামী বিধি-বিধানের পরিত্যাগকারী দলের সাথে জিহাদ করতে হবে যদিও তারা যে বিধি-বিধান পরিত্যাগ করেছে সেগুলোকে স্বীকার করে। এবং এই ব্যাপারে আমার জানা মতে উলামাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নাই।"

তিনি [ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ)] আরব ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে যারা তাতারদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল তাদের ব্যাপারে বিধি প্রসঙ্গে আরো বলেন যে,

"এমন সবাই যারা এদের (তাতারদের) সাথে যোগদান করেছে তাদের ব্যাপারে হুকুম একই থাকবে এবং ইসলামের বিধান অনুসারে তাদের (তাতারদের সাথে যোগদানকারী আরব ও অন্যান্যদের) মুরতাদ হয়ে যাওয়া, ইসলামের বিধান অনুসারে তাতারদের মুরতাদ হয়ে যাবার মতোই একই বিষয়। সালাফুস সালেহীনগণ (নেককার পূর্বপুরুষগণ) তাদেরকে মুরতাদ বলতেন যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল যদিও তারা নামাজ পড়তো ও রোজা রাখতো এবং তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত ছিল না। তাহলে তার ব্যাপারে বিষয়টা কিরূপ দাঁড়াবে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়?"

চতুর্থত:

"ইখওয়ানুল মুসলিমীন" এবং তার অনুরূপ দল "আল নূর" এর বাস্তবতা

মিশরের সর্বশেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে ঈমান ও কুফরের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে, আর এই যুদ্ধ ইখওয়ানের যুদ্ধ ছিল না, বরং এটা ছিল তাওহীদপন্থী মুজাহিদীনদের যুদ্ধ। ইখওয়ান হলো ইসলামী বেশভূষার আড়ালে থাকা এক ধর্মনিরপেক্ষ দল মাত্র, এমনকি তারা প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের চেয়ে আরো বেশী খারাপ ও বিষাক্ত। এটা হচ্ছে এমন এক দল যারা গদি ও সংসদের উপাসনা করে, তারা গণতন্ত্রের জন্যে জিহাদ করে মরে যেতে পারবে কিন্তু তারা আল্লাহর জন্যে জিহাদ করে মরতে রাজি নয়। আমি তাদের এক বক্তা কে শত-সহস্র মানুষের এক সমাবেশে উচ্চস্বরে বলতে শুনেছি, "ফিরে যাওয়া থেকে সতর্ক হও! গণতন্ত্রের জন্যে মৃত্যুকে বরণ করে নাও!"

এরা এমন এক দল যারা গদির জন্যে ইবলীসকেও সেজদা করতে দ্বিধা করতো না।

অবস্থার দিক থেকে তারা অস্থির,

একদিন মুমিন তো কাফের-মুরতাদ অন্যদিন।

তার প্রকৃতি কখনই স্থির ছিল না,

আসলে পারদ কখনই বা ছিল অস্থিরতাবিহীন?

কেনই বা তা এমন হবে না? যখন ইখওয়ান দল এবং তার সঙ্গী আল-নূর (আসলে আল-জুলুমাত বা অন্ধকার) দল ঈমানের সব শর্ত এবং ইসলামের অনেক শাখা পরিত্যাগ করেছে। যখন তারা শাসনক্ষমতা ও আইন প্রদানের অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি আরোপ করতে সম্মত হয়েছিল তখন তারা ঈমানের শর্ত পরিত্যাগ করেছিল এবং তারা অহংকারের সাথে কোনরূপ রাখ-ঢাক ছাড়াই বলেছিল, "জনগণই শাসন ও আইন প্রদানের ক্ষমতার মালিক," আর পরে তারা এতে আরো যোগ করে, "এবং এখন আমরা সংসদ ও শুরা কাউন্সিলে এই সকল জনগণের প্রতিনিধি।" এই সব বিষয়ে তারা যা বলেছে এবং করেছে তা পরিষ্কার ভাবে নবীদের (আঃ) আকীদাহ এবং আসমান ও জমিনের রবের একত্ববাদের সাথে পুরোপুরি

সাংঘর্ষিক। এর পর এই কুফরের উপর তারা রাজি হলো এবং এই বলে মেনে নিলো যে, তারা এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। পরে তারা আবারও আমাদের কাছে এই বলে আসতে লাগলো, "এখন আমরা সম্পূর্ণ শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারবো না, তাই আমরা আমাদের প্রশাসনিক অবস্থান থেকে শরীয়তের বিধিবিধানের বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছি। পরে যখন আমরা মনে করবো যে, এখন আমরা সম্পূর্ণ শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারবো, তখন আমরা এক নতুন আইন পাশ করে নিবো এবং এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আসন্ন বছরগুলোর কোন একটাতে সম্পূর্ণ শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারবো, এবং আমরা এই দাবিও করছি না যে, ঐ বছরটা আরেকটা নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আগে আমাদের কাছে থাকা চার বছরের মধ্যেই হওয়া সম্ভব, তবে ঐ কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি এই চার বছরের পরিবর্তে সামনের নির্বাচনের পরের চার বছরের মধ্যে হতে পারে। আর এই স্থগিতাদেশ অবশ্যই আমরা যখন সঠিক মনে করবো তখন প্রয়োগ করা হবে অথবা তুলে নেয়া হবে।" অতএব, এই ব্যাপারে আল্লাহর কাছেই আমরা অভিযোগ করছি।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَـٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾

নিশ্চয়ই এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রাই বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হলো। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৭)

এই আয়াতটি তাদের প্রতি নাযিল হয় যারা সম্মানিত মাসের বিধানকে স্থগিত ঘোষণা করতো যদিও তারা ঐ মাসের পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল এবং বিশ্বাস করতো, কিন্তু যখন তারা কোন কারণ খুঁজে পেত অথবা কোন লাভ আছে মনে করতো তখন তারা তা এক বছর যুদ্ধের

জন্যে বৈধ করে নিত। আর এ কারণে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা আয়াতটি নাযিল করে তাদেরকে এর বিধান সম্পর্কে জানিয়ে দেন যে, "নিষিদ্ধ মাসে স্থগিতাদেশ জারি মানে নতুন কুফর সংযোজন।"

এবং ইখওয়ানের এই স্থগিতাদেশ হচ্ছে কুফরে এক নতুন সংযোজন, কিন্তু এটা মৌলিক কুফর নয়, যেহেতু মৌলিক কুফর হচ্ছে জগতসমূহের প্রতিপালক ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও বিচারের অধিকারী মনে করা, যা আমরা আগেও বলেছি। পরে তারা নিজেদেরকেই শাসক ও আইনপ্রণেতা ও বিধানদাতা বানিয়ে নিয়েছে। তারা ইহুদীদের আলেম ও পুরোহিতদের মতোই হয়ে পড়েছে যাদেরকে ইহুদীরা আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছিল।

ঐসব নতুন আলেম ও পুরোহিতের দল যারা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে চলে এবং দাড়ি, পাগড়ী ও ইসলামী পোশাক পরিধান করে ইসলামী বেশ ধারন করে, তারা এই দ্বীনকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করছে এবং আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে কিছু দুনিয়া হাসিল করে নিচ্ছে, আর এ কারণেই তারা জনসম্মুখে এসে সুদ নিষেধাজ্ঞা, মদ বিক্রয় এবং হিজাব পরিধানে বাধ্য করার বিষয়ে মুলতবি ঘোষণা করতে পারছে, এছাড়াও এত দিন ধরে তারা যা বলে আসছিল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও মুলতবি ঘোষণা করেছে এবং এমনকি শিরক ও মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বাধ্যতামূলক হুকুমও রহিত ঘোষণা করছে এই অজুহাতে যে, এটি তাদের অধিক মুনাফার সাথে সাংঘর্ষিক এবং তা সশস্ত্র সংঘাতের দিকে ঠেলে দিবে। সুতরাং সশস্ত্র সংঘাত মুলতবি করা কি কোন ফায়াদা নিয়ে এসেছে নাকি এখন সামরিক বাহিনীই নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে এবং তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে শুরু করেছে, যদিও এই পুরোহিতেরা তাদেরকে অগণিত অবারিত সেজদা ও ছাড় দিয়ে আসছিল?!

ঐসব নতুন আলেম ও পুরোহিতেরা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করেছে এবং মানুষদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তারা নির্বাচনী প্রচারণা এবং প্রারম্ভিক সম্মেলন করার জন্য মানুষদের থেকে নিয়ে যত অর্থ ব্যয় করছে এবং করেছে তার সবই অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ আত্মসাতের শামিল। তাছারাও তারা আল্লাহর রাস্তায় চরমভাবে বাধা প্রদান করে আসছে এবং তাদের এক নেতা ও বুজুর্গ বলেছিলেন, "আমরা এমন প্রত্যেকের প্রতিরোধ করবো যারা সরাসরি মিশরে শরীয়ত কায়েম করতে চায়।" এবং এখানে তিনি

সরাসরি বলতে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, তাদের প্রভু প্রদত্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া সরাসরি ইসলামী পদ্ধতি। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন রূপ শক্তি ও সামর্থ্য নেই। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُـِٔلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) এর নিকট যেমন (হঠকারিতা বশতঃ বহু নিরর্থক প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও কি তোমাদের রাসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১০৮)

এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করার মানে সম্পর্কে হক্কানী উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, রহিত হয়েছে এমন কোন আয়াতের রহিতকরণকে মুলতবি করে রাখা অথবা, রহিতকারী নতুন আয়াত নাযিলের পরেও আগের রহিত আয়াতের হুকুমেই অটল থাকা। এবং এই হুকুম এমন প্রত্যেকের জন্যে প্রযোজ্য হবে যে বলবে, রহিত হুকুম দিয়ে কাজ করা জায়েজ। যেমন: মদ, সুদ, ব্যভিচার এবং বেপর্দা চলাফেরা করা - এগুলো সবই পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট আয়াত নাযিলের মাধ্যমে হারাম হয়েছে, সুতরাং কেউ যদি এই রকমের কোন ক্ষেত্রে হারাম হবার আদেশের আনুগত্য না করে পূর্ববর্তী কোন রহিত আদেশ অনুসারে চলে তবে সে ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। এবং ইখওয়ান দলটি এই কুফর এর মাঝে পতিত হয়েছে এবং অন্যদেরকেও ফেলে দিয়েছে, কারণ তারা আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের আহলে কিতাবী কাফেরদের আনুগত্য করছে।

পঞ্চমত:

উপদেশ ও নির্দেশনা

প্রথমত, আমরা সাধারণভাবে সকল আহলে সুন্নাহদেরকে এবং নির্দিষ্টভাবে ইরাক ও মিশরের আহলে সুন্নাহদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন শান্তিপূর্ণ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অস্ত্র তুলে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি শত্রুতাপোষণকারী মিশরীয় সেনাবাহিনী এবং সাফাভিদ সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করে, যেহেতু আগ্রাসীকে প্রতিহতের ব্যাপারে সুস্থ লোকেরা একমত হয়েছেন। তাহলে এক নাস্তিক কমিউনিস্টের (সাম্যবাদী) মন ভালো নাকি আল-আযহারের অধীনস্থ অহিংসবাদী অপদস্ত শাইখের মন ভালো? এমনকি মুরগীও তার বাচ্চাদের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে! তাহলে কি এই মুরগী মিশর ও ইরাকের এই অহিংসবাদের আহ্বানকারীদের চেয়ে অধিক সাহসী?

হে মিশরের জনগণ! আজকে কুফর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মেলে দিয়েছে এবং তার বিষদাঁতগুলো প্রকাশ করেছে এবং তার শয়তানী নরম রাজনৈতিক ও মিডিয়ার মুখোশ ছুড়ে ফেলেছে এবং এর প্রকৃত চেহারা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে প্রত্যেকের কাছে। যার ফলে প্রাণ নাশ, অত্যাচার-নিপীড়ন এবং ক্ষতি-বিক্ষতি দেখা দিয়েছে। সেনাবাহিনী তার অস্ত্র-শস্ত্র এবং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কিছু নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যারা এই অহিংসবাদের মায়ার পিছনে পড়ে আছে। ফলে কোন এক সকালেই দেখা যায় তাদের হাজারেরও বেশী লোক মারা গিয়েছেন এমনকি আহত, বন্দী এবং শরনার্থীসহ। তাহলে এত কিছুর পরে আপনারা কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং কিসের আশায় বসে আছেন?!

দ্বিতীয়ত, আমরা বিশেষভাবে মিশরের সেনাবাহিনীকে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের তাগুত শাসকের সেনাবাহিনীদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন তাওবা করে এবং এই সব তাগুতী সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং এদের থেকে দূরে সরে থাকে এবং আমরা তাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন তাওহীদ এবং ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ শিক্ষা করে এবং আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্যই ঘৃণা

করার ধর্ম শিখে নেয়। সুতরাং দরবারী আলেমদের ফতোয়া নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না, কারণ কাল আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোন কাজে আসবে না।

তৃতীয়ত, আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমীনসহ এর অনুরূপ অন্যান্য দলকেও আল্লাহর কাছে তাওবা করতে বলছি এবং গণতন্ত্রের ধর্ম ত্যাগ করতে বলছি এবং আমরা তাদেরকে আহবান করছি যে, মুসা (আঃ) এর কওমের যারা বাছুরের ইবাদত করেছিল তাদেরকে আপনাদের চেয়ে উত্তম হবার সুযোগ দিবেন না, কারণ তারা যখন দেখলো যে, এই বাছুর তাদের সাথে কথা বলে না অথবা তাদেরকে পথের দিশা দেয় না, তখন তারা তাওবা করে তাদের রবের কাছে ফিরে গিয়েছিল। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ١٤٩

অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং বুঝতে পারলো যে, তারা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছে, তখন তারা বলতে লাগলো, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৯)

আপনারা নিজেরাই তো গণতন্ত্রের ভন্ডামীর সত্যতা বুঝতে পেরেছেন এবং নিজেদের ক্ষমতা হারালেন যা গত এক শতাব্দী ধরে কামনা করে আসছেন, আর তা এক রাতেই সামরিক বাহিনী আপনাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং এর ফলে আপনারা হয় বন্দী, নিহত অথবা ঘরহারা হয়েছেন। আর কতদিন এভাবে চলতে থাকবে অথচ এই একই গর্তে আপনারা কয়েকবার পড়েছেন! আপনারা জামাল আব্দুল নাসের এর কি হয়েছিল তা থেকে কোন শিক্ষা নিতে পারেন নি এবং আপনারা আলজেরিয়ায় কি হয়েছিল তা থেকেও কোন শিক্ষা নিতে পারেন নি যখন ইসলামপন্থীরা গণতান্ত্রিক খেলায় অংশ নিয়েছিল এবং বিজয় লাভ করেছিল, কিন্তু পরে ইসলামসহ সবই হারালো। তাহলে আপনাদের আর কতবার গণতন্ত্রের সেই গর্তে পড়তে হবে জেগে ওঠার জন্যে?!

চতুর্থত, আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে এবং যারা শামে আছেন তাদেরকে বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছি খালেস (বিশুদ্ধ) নিয়্যত রাখার এবং

অন্ধ ব্যানার (এমন শিরোনাম বা শিরোনামের পতাকা যা তাওহীদের বাণী বহন করে না) থেকে সতর্ক থাকার, যেহেতু নিছক যুদ্ধ করলেই কেউ মুজাহিদ হতে পারে না এবং মারা গেলেই একজন শহীদ হতে পারে না, এবং জিহাদের মাধ্যমে নেক আমল অর্জনের ব্যাপারে লাল, সবুজ কিংবা কালো পতাকার নীচে জিহাদ করার মাঝে কোন পার্থক্য নাই, একইভাবে পুরনো মুজাহিদবাহিনী এবং নতুন মুজাহিদবাহিনীর মাঝেও পার্থক্য নেই, বরং মূল বিষয় হলো, জিহাদটি বিশুদ্ধ নিয়্যত ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসারে আল্লাহর তাওহীদ ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা বলেন,

مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنۡيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۚ

তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো কাম্য ছিল আখেরাত। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫২)

এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন,
“আমার উম্মাতের বেশীর ভাগ শহীদ বিছানায় পড়ে থাকা অবস্থায় এই দুনিয়া থেকে চলে যাবে, অথচ তখন অনেকেই মারা যাবে যুদ্ধের ময়দানে, কিন্তু আল্লাহ তাদের নিয়্যত সম্পর্কে জানেন।” [ইমাম আহমাদ (রঃ) দ্বারা বর্ণিত]

সুতরাং শাসক বদল বা নিছক কোন শাসককে উৎখাত করার এই বিদ্রোহের ব্যাপারে সতর্ক হোন এবং আপনাদের লক্ষ্য আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের দিকে নিবদ্ধ করুন। এমন শিরোনাম বা শিরোনামের পতাকা যা তাওহীদের বাণী বহন করে না থেকে সাবধান হোন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন,
যে নির্বুদ্ধিতার অন্ধ ঝান্ডা তুলে এবং গোত্রবাদ বা জাতীয়তাবাদের সমর্থনে অথবা গোত্র বা গোষ্ঠীগত কারণে রাগান্বিত হয়ে যুদ্ধ করে, সে যদি মারা যায় তবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুকে বরণ করে নিলো।” (সহীহ মুসলিম)

এবং নির্বুদ্ধিতার অন্ধ ঝান্ডা হলো এমন অন্ধ বিষয়সমূহ যার বৈশিষ্ট্য আপনারা বুঝতে পারবেন না।

পরিশেষে, মিশর এবং এই পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা এখন আর আগের মতো নয়, আজকের দুনিয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এক বড় বিষয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং ইরাক ও শামের ইসলামী রাষ্ট্রের আপনাদের ভাইয়েরা পরিষ্কার কর্মপন্থা তুলে ধরতে খুবই আগ্রহী এবং আমরা সব মুসলিম দেশসমূহের প্রত্যেক মুজাহিদ ও মুসলমানকে আন্তরিক উপদেশ দিতে চাই এবং জিহাদ ও হিজরতের বাধ্যবাধকতা আজকের দিনে সবার পক্ষেই খুবই সহজে আদায় করা যাচ্ছে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, এই সুযোগ গ্রহন করুন এবং শয়তান ও তাদের সহযোগী সামরিক বাহিনীকে ভয় পাবেন না এবং আমাদের পূর্বপূরুষদের মতোই বলে দিন,

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; অতএব তাদের ভয় করো। কিন্তু তখন এতে তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি কতই না চমৎকার অভিভাবক। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩)

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল
(আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি কতই না চমৎকার অভিভাবক)

সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র জগতসমূহের রবের জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধরগণ ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি।

প্রকাশিত: শাওয়াল ১৪৩৪ হিজরী, সেপ্টেম্বর ২০১৩